প্রথম আলো

তারিখ 18 OCT 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তি পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত শিক্ষক সমিতির

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতনকাঠামো ও অষ্টম জাতীয় বেতনকাঠামো পুনর্নির্ধারণের দাবিতে ভর্তি পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। তবে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন সমিতির সভাপতি খবির উদ্দিন।

শিক্ষক লাঞ্ছনার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন ওরফে দীপুকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিতে উপাচার্যকে ২৪ ঘণ্টা সময় বেঁধে দিয়েছে শিক্ষক সমিতি।

গতকাল শনিবার দুপুরে জহির রায়হান মিলনায়তনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় এ দুটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ২৫ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু গতকাল সমিতির সভায় এই পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এদিকে শিক্ষকদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ফয়সালকে রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে দেওয়া নিয়োগ বাতিলের দাবিতে উপাচার্যকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নিয়োগ বাতিল করা না হলে ১৯ অক্টোবর থেকে সর্বাত্মক কর্মবিরতি পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তার।

গত ঈদুল ফিতরের ছুটির আগে শেষ কর্মদিবসে চার ছাত্রলীগ নেতাসহ ছয়জনকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেন উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম। ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে ফয়সালকে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন চলার সময় শিক্ষকদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ রয়েছে। ফলে নিয়োগ পেলেও শিক্ষকদের বিরোধিতার মুখে কাজে যোগ দিতে পারেননি তিনি। ২৩ আগস্ট তাঁর ওই নিয়োগ বাতিল করে রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে পুনরায় তাঁকে অ্যাডহক-ভিত্তিক নিয়োগ দেন উপাচার্য। এরপর থেকে তাঁর নিয়োগ বাতিলের দাবি জানানো হচ্ছিল।